চ.৩. শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি

সুদীপ চক্রবর্তী

ভূমিকা

শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি হলো বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে নাটকের ব্যবহার। এটি কোনো 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' নাটক পরিবেশনা নয় এবং মাত্র একবার পরিবেশন করেই শেষ হয়ে যায় না। এই পদ্ধতিতে স্কুলের পাঠ্যসূচি ঘিরে বা শিক্ষার্থীর নিজস্ব জীবন যাপন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি প্রশিক্ষিত নাট্যদল পরিকল্পনা ও গবেষণা-উত্তর সুসমন্বিত ও যত্নশীলভাবে ক্রিয়াশীল একটি কাঠামো নির্মাণ করে এবং স্কুলে বা নাট্যভুক্ত বিষয়ভিত্তিক স্থানে প্রদর্শনপূর্বক শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সংযুক্তি ঘটায়। প্রথাগত থিয়েটারের উপাদানসমূহ ব্যতিরেকেই এই শিক্ষামূলক নাটকগুলো শুধুমাত্র অনুকরণ বা ভাণের আশ্রয় নিয়ে পরিবেশিত হয়।[১]

বাংলাদেশের সংবিধানের পাঁচটি মৌলিক উপাদানের অন্যতম একটি শিক্ষা। বিদ্যালয়ের কুঠুরিতে যুগ যুগ ধরে প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা, যা রাষ্ট্র পরিচালিত, নির্ধারিত ও একমুখী, সে ধারার পরিবর্তন ও শিক্ষাকে শুধু বই ও শিক্ষক কর্তৃক কর্তৃত্বায়নের বিপরীতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দ্বিমুখী ও সাবলীল করে তোলার লক্ষ্যে অধুনা বাংলাদেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশরত বেসরকারী সংস্থাসমূহ ও বেশ কয়েকটি নাট্যদল প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। 'শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি' নামে প্রয়াসটি নামাঙ্কিত। যদিও এই নামটি ভিন্নজনের নিকট ভিন্নামে পরিচিত। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নাট্যকলার ব্যবহার বিগত শতকের শেষ দশকে বেশ সমাদৃত ও বিকশিত হয়েছে।

বাংলাদেশে 'নাটক' বলতে অধিকাংশ লোকের কাছে শহরকেন্দ্রিক মঞ্চনাটক এবং টেলিভিশনে প্রচারিত নাটককেই বোঝায়। দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষের সামষ্টিক মনন ও সৃজনে লোকনাট্যের সহস্রাধিক বছরের সরব উপস্থিতি আর বেসরকারী সংস্থার উন্নয়ন কর্মে প্রায়োগিক নাট্য (Applied Theatre)-এর সাম্প্রতিক ব্যবহার জনচিন্তায় নাটক বিষয়ের বাইরেই অবস্থান করছে। এই প্রায়োগিক নাটক নিয়ে সম্প্রতি বিভিন্ন এনজিও এবং নাট্যদল স্কুলে শিশু-কিশোর শিক্ষার্থী এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়া সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। স্বীকার্য যে, এই প্রয়াস নিরন্তর নয়, থেমে থেমে চলছে। শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতির ব্যবহারে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান যেমন - অভিনেতা প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান, স্কুল এবং কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা, উৎসাহ ও অর্থায়ন প্রয়োজন– তাতে রয়েছে বিরাট শূন্যতা। ফলে এই প্রায়োগিক নাট্য পদ্ধতির ব্যবহার বাংলাদেশে বিরামহীন একটি প্রক্রিয়ায় বিকশিত হচ্ছে না। তবু ক্ষুদ্রায়তনে হলেও এই নাট্য পদ্ধতি বাংলাদেশের সমাজে একটি সাংস্কৃতিক অভিঘাত তৈরি করেছে। এমতাবস্থায়, রিজেনারেটিভ অ্যাকশন ফর কালিয়োডোস্কোপিক হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড লার্নিং (রাখাল), বাংলাদেশ অ্যান্টি এইডস স্টুডেন্টস অ্যালায়েন্স (বাসা) রাজশাহী, থিয়েটার সেন্টার ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (টিসিএসডি) ঢাকা, রূপান্তর খুলনা, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা) চট্টগ্রাম, এবং রাজধানী ভিত্তিক নাট্যদল পালাকার, প্রাচ্যনাট, সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার (সিএটি) ও হবিগঞ্জের আনন্দ নিকেতন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুলভিত্তিক পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভুক্ত গল্প, কবিতা ও ছড়া নিয়ে স্বল্প পরিসরে শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতির অনুসৃত পথ ধরে স্থানীয় বাস্তবতা, দক্ষতা ও সুযোগ অনুসারে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে।

ধারণা বিশ্লেষণ

শিক্ষা: "সামাজিক তথা সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে সচেতনতার বিকাশই শিক্ষা। একজন মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্য হলো, তার সুপ্ত সুকুমার বৃত্তিগুলো প্রকাশে সাহায্য করা। সামাজিক বাস্তবতা যে অদৃশ্য কলকাঠি দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত সেগুলো বুঝতে ও দেখতে শেখানো। শিক্ষার লক্ষ্য প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার সাথে মানিয়ে চলতে সাহায্য করা বা মানুষের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পরিবর্তন সাধনে সক্ষম করে তোলা।"[২] বলা যায়, "শিক্ষা হলো আলো এবং শিক্ষিত হলো যে আলো ছড়ায়।"[৩] শিক্ষা এবং কল্যাণ এক সুতোয় গাঁথা। এই কল্যাণে সচেতনায়ন ঘটে, দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য আসে বা তার বিপরীত বৈশিষ্ট্যের কারণে স্থির, অপরিবর্তিত ও নির্ভরশীলতার বলয়ে পর্যবসিত করে। ব্রাজিলিয়ান দার্শনিক পাওলো ফ্রেইরে 'অত্যাচারিতের শিক্ষা' গ্রন্থে দেখিয়েছেন 'সঞ্চয়কারীর শিক্ষা' ও 'সমস্যা চিহ্নায়নকারী শিক্ষা' এই দুটি পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ কীভাবে 'মানবিক' এবং 'বিমানবিক' হয়ে ওঠে। সঞ্চয়কারী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী প্রচলিত প্রথা ও নিয়মের প্রতি অনুগত থাকে এবং শিক্ষক বা জ্ঞান দানকারী ব্যক্তিই গ্রহীতার নিকট সবজান্তা হিসেবে প্রতিভাত হয়। এই ব্যবস্থায় সহজেই অনুমেয়, একজন শিক্ষার্থী বা শিশু-কিশোর ও তরুণ প্রচলিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় তথা বিরাজমান ব্যবস্থা নিয়ে অনুসন্ধান বা প্রশ্ন উত্থাপনের বিপরীতে আনুগত্য প্রকাশ করে। তার এই আনুগত্য প্রচলিত সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোকে আরো পোক্ত করে তোলে। নাগরিকবৃন্দ হয়ে উঠেন অধিক মাত্রায় 'নীরবতার সংস্কৃতি'র প্রতিপালক। রাষ্ট্রযন্ত্রের লক্ষ্যও এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা, যাতে শাসন কাঠামো নিয়ে একজন নাগরিকের শৈশব বা কৈশোর মনে প্রশ্ন বা অনুসন্ধানের জন্ম না হয়। অপরদিকে, প্রশ্ন উত্থাপনকারী শিক্ষা বা সমস্যা চিহ্নায়নকারী শিক্ষা ব্যবস্থা অংশীদারিত্বমূলক। শিক্ষক শিক্ষার্থী প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রদত্ত কাল্পনিকতার জাল সরিয়ে সচেতনতার উন্মেষ ঘটায়, বাস্তবতার নিরন্তর উন্মোচন করে। জ্ঞান আহরণ বা দানের পরিবর্তে বা দাতা ও গ্রহীতার বিপরীতে মানুষ হয়ে ওঠে জ্ঞান কর্মে অংশীদার এবং মানবতাবাদী ও মুক্তিকামী।[৪] আইভান ইলিচ প্রচলিত ব্যবস্থা দ্বারা নির্মিত শিক্ষা কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (Schooling)-এর বিকল্প ভাবনারূপে শিক্ষাব্যবস্থার অপ্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (Deschooling)-এর কথা বলেছেন। 'প্রতিষ্ঠান' বিদ্যমান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিয়ম, শৃঙ্খলা, অনুশাসন ও একমুখী নীতি বজায় রাখে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে মানুষ বিমানবিক হয়ে ওঠে, তার সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস ধ্বংস হয়ে পড়ে, সমস্যা নিরসনে তার সক্ষমতা অবদমিত হয়। 'প্রতিষ্ঠান' সবার জন্য শিক্ষার সম বন্টনে কড়াকড়ি আরোপ করে, উৎপাদিত দ্রব্যের অনুপাতে জ্ঞানের মূল্য বৃদ্ধি করে, শিক্ষা হয় একমুখী উৎপাদন। 'প্রতিষ্ঠান' তার শিক্ষা কার্যক্রম দ্বারা মানুষকে তার আয়তনের একজন দ্বাররক্ষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করে।[৫] এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বলয় থেকে বেরিয়ে মানুষের মানবিক বোধ ও সুপ্ত সুকুমার বৃত্তির উন্মেষের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান-নির্ভর বা পরনির্ভর না হয়ে দ্বিমুখী, আত্ম প্রত্যয়ী ও স্বাধীন শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে আনন্দপূর্ণ পরিবেশে জ্ঞান চর্চার (Convivial learning) মাধ্যমে অপ্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বাস্তবায়ন সম্ভব বলে মত দেন আইভান ইলিচ।

নাট্য: 'নাট্য' থিয়েটারের পরিভাষা হিসেবে পরিগণিত। থিয়েটার ঘটমান ত্রিমাত্রিকতা। থিয়েটার ঘটে একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং সময়ের ব্যবধানে শেষ হয় অবশিষ্টহীনভাবে। থিয়েটারের অস্তিত্ব কেবল নির্দিষ্ট এক ঘটমান সময়ের জন্যই। সঠিক অর্থে, একটি নির্দিষ্ট থিয়েটার কর্মের পুনরাবৃত্তি নেই। থিয়েটার প্রতিদিন নতুন। এই ঘটনা সংঘটিত হয় একটি ত্রিমাত্রিক আয়তনে। একজন অভিনেতা একটি ত্রিমাত্রিক আয়তনে কোনো ঘটনা সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়া করলেই থিয়েটার হবে না। প্রয়োজন দর্শক। একজন অভিনেতা ত্রিমাত্রিক কোন আয়তনে একটি ঘটনা নিয়ে দর্শকের মুখোমুখি হয়। একারণেই জর্জি গ্রোটস্কি থিয়েটারকে এমন একটি ক্ষেত্র হিসেবে দেখিয়েছেন, যেখানে অভিনেতা ও দর্শকের মোকাবেলা (Confrontation) ঘটে। কিংবা দর্শক অভিনেতা মুখোমুখি (Confrontation) হয়। থিয়েটারের মৌলিক উপাদানসমূহ হলো– অভিনেতা, দর্শক এবং ত্রিমাত্রিক একটি আয়তন। অতএব, যে কোনো ত্রিমাত্রিক আয়তনে (মঞ্চে) এক বা একাধিক জীবন্ত মানুষের (দর্শকের) উপস্থিতিতে এবং উদ্দেশ্যে ভিন্ন এক বা একাধিক জীবন্ত মানুষের (অভিনেতা) লিখিত পাণ্ডুলিপিভিত্তিক অথবা মৌখিক অথবা তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট বিশেষ ক্রিয়াই থিয়েটার। এই ক্রিয়া সৃষ্টিকালে দর্শক অভিনেতার মধ্যে নিরন্তর বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে। থিয়েটারে দর্শকবৃন্দের সাথে অভিনেতাবৃন্দের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জীবন্ত প্রবাহ সৃষ্টি হয় বলেই তা বিশেষ। ব্যাপক অর্থে গল্প বলা, রাস্তার ধারে বানরের খেলা বা ঔষধ বিক্রি, যাদু প্রদর্শনী, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, নৃত্য, মূকাভিনয়, (দর্শকের উপস্থিতিতে) গান গাওয়া, মিছিল-মিটিং, পুতুল নাচ, মঞ্চ নাটক, পথনাটক ইত্যাদি থিয়েটার বা নাট্য।[৬]

শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি: প্রায়োগিক নাট্যের অন্তর্ভুক্ত ধারাসমূহ হলো ক. উন্নয়ন নাট্য (Theatre for Development) খ. শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি (Theatre in Education) গ. প্রতিবন্ধী নাট্য (Theatre for Disable) ঘ. হাজতবাসীদের জন্য নাট্য (Prison Theatre) ঙ. চিকিৎসামূলক নাট্য (Theatre for Therapy) চ. মনো নাট্য (Psycho drama) প্রভৃতি। শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষার্থী এবং আর্থিক ও নানা অনটনে পড়ে স্কুল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ৬-১২ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের অক্ষরজ্ঞান, বিদ্যালয়ের পাঠভিত্তিক বা জীবনঘনিষ্ঠ গল্প, সচেতনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি শিক্ষামূলক কার্যক্রম আনন্দ, বিনোদন ও উৎসাহের সাথে সাবলীলভাবে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতির প্রয়োগগত কর্মরেখা (Line of action) একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং একবার করে সমাপ্তি টানার মতো নয়। এই প্রক্রিয়ায় কার্যপ্রদর্শন (Performance)-এর পূর্বাপর বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা (Devise) ও অনুবর্তন (Follow-up) গুরুত্বপূর্ণ।

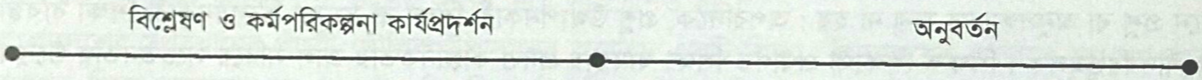

রেখাচিত্র: শিক্ষাদানে নাট্যপদ্ধতির কর্মপ্রক্রিয়া

শিক্ষাদানে নাট্যপদ্ধতির দীর্ঘ কর্ম প্রক্রিয়ায় একটি নাট্যদলের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিনেতা-শিক্ষক (Actor-Teacher) বিশ্লেষণ ও কর্ম পরিকল্পনা অংশে স্কুল বা কর্ম এলাকা নির্ধারণ, ইস্যু নির্বাচন বা কর্মএলাকায় বসবাসকারী বা পাঠগ্রহণকারীদের জীবনঘনিষ্ঠ বা ঔৎসুক্যপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ, পাণ্ডুলিপি রচনা, ইস্যু বা বিষয়ভিত্তিক তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণ, প্রয়োজনে কর্মএলাকায় বা নির্ধারিত বিষয়ের কর্মস্থলে বাস করে অভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন সম্পন্ন করে স্কুল শিক্ষার্থী বা শিক্ষাবঞ্চিত শিশু-কিশোর বা তরুণদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের নিমিত্তে ও ভিত্তিতে কার্যপ্রদর্শন করেন।[৭] এই কার্যপ্রদর্শন স্তরে শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি ব্যবহারকারী নাট্যদলের অভিনেতা-শিক্ষকগণ শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করান এবং চূড়ান্ত পরিণতি প্রদর্শন না করে নাট্যানুষ্ঠান থামিয়ে দেন। প্রদর্শিত ঘটনাপ্রবাহের পরিণতি 'কী হতে পারে' বা 'কী হওয়া উচিৎ' এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অংশগ্রহণকারী-দর্শক শিশু কিশোরদের উপর ন্যস্ত করা হয়। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে, তার সিদ্ধান্ত নেবার মতো ঝুঁকি গ্রহণের অভিজ্ঞতা একটি শিশু বা কিশোরের কাছে ভিন্ন স্বাদের নতুন শিক্ষা। তাই এই নাট্যযুক্ত শিক্ষা গ্রহণে প্রচলিত শিক্ষা বা স্কুলপাঠে উদাসীনতার বিপরীতে উৎসাহ উদ্দীপনা ও আগ্রহ সঞ্চারিত হয়, প্রচলিত রাষ্ট্রীয়-সামাজিক কাঠামোর নেপথ্যে থাকা চরিত্রের উন্মোচন ও তার মুখোমুখি দাঁড়াবার সক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ব্যক্তি জীবনঘনিষ্ঠ গুরুত্ববহ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঝুঁকি নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না বরং প্রয়োজনে কালের বিপরীত স্রোতে জীবন তরী ভাসাতে সাহসী হয়। এই সাহস গ্রহণে ও উদ্বুদ্ধকরণে নাট্যদলের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ অভিনেতা-শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা ও কার্যপ্রদর্শন স্তরেই এই পদ্ধতির সমাপ্তি ঘটেনা। এই প্রবহমানতা এবং কার্যপ্রদর্শনোত্তর সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে শিশু-কিশোর মনে জেগে ওঠা নানা ইচ্ছা ও প্রশ্নের সঠিক মূল্যায়নে ও উত্তরপ্রদানে স্থানীয় স্কুল শিক্ষক বা সংগঠকদের দায়িত্ব নিতে হয়। কারণ, নাট্যদলের বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনাকালীন কর্মের সাথে স্থানীয় স্কুল শিক্ষক বা সংগঠকদের নিরন্তর বিনিময় ঘটতে থাকে। তারা নাট্যদলের কাজ পর্যবেক্ষণ করেন, প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবহিকতায় কার্যপ্রদর্শনোত্তর স্তরে চলে অনুবর্তন। নাট্যদলের অভিনেতা-শিক্ষকগণ এই অনুবর্তনক্রিয়ায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্কুল বা সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করেন এবং প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নেন।

অনুশীলনঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

শিক্ষাদানে নাট্যপদ্ধতি বা শিক্ষার জন্য নাটক (Theatre in Education বা Theatre for Education বা Didactic Theatre) শিশু-কিশোর ও তরুণদের সাথে তাদের জীবনঘনিষ্ঠ ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়ে বোধ ও চেতনা বিকাশে সহায়ক নাট্য মাধ্যম। ''H. Coldwell Cook ইংল্যান্ডে এ জাতীয় সর্বপ্রথম পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেন। তিনি তাঁর পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা The play way (১৯১৭) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তীকালে Peter Slade (Child Drama ১৯৫৪), Brian Way (Development Through Theatre, ১৯৬৯) এবং Dorothy Heathcote (Collected Writings, ১৯৮৪) এ বিষয়ের বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করেছেন। এদের কাজ থেকে সাধারণ একটি সূত্র বেরিয়ে আসেঃ নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীগণ পঠিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইন্দ্রিয়গ্রাহী অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। পাঠ্যবই যেখানে বিমূর্ত, নাটক সেখানে মূর্ত। নাটক খেলার ছলেই পারে জড়তা ভেঙে স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীলতা বিকাশে সাহায্য করতে। শিক্ষা হয়ে ওঠে আনন্দের।''[৮] ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাজ্যের বেলগ্রেড থিয়েটার কভেন্ট্রি এই প্রায়োগিক নাট্য পদ্ধতি প্রবর্তনে অগ্রপথিক রূপে বিবেচিত। সত্তর ও আশির দশকে এই নাট্যরূপের বিকাশ ঘটে। ''শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি মূলত গঠিত হয় কার্যপ্রদর্শন (Performance) এবং নিরন্তর দ্বিপাক্ষিক তথ্যবিনিময়ে সক্রিয় (Interactive) উপাদান দু'টির সমন্বয়ে। এই সমন্বয় কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কৌশল সমূহ হলোঃ ভূমিকা অভিনয় (Role play), ভাণ খেলা (Simulation games), কর্মশালা, গীত ও বাদ্য, দর্শকের প্রতি প্রত্যক্ষ সম্বোধন, পছন্দ তৈরিতে দর্শককে প্রভাবিত করা, নাট্য চরিত্র সম্পর্কে গোপনে বা আড়িপেতে দর্শকের কথা শোনা, কুইজ প্রদর্শনী পদ্ধতিতে নাটক উপস্থাপন, নাট্যঘটনার বিভিন্ন তথ্য ও মোড় সম্পর্কে দর্শককে অবহিতকরণের লক্ষ্যে ব্যানার বা প্ল্যাকার্ডের ব্যবহার, ভিন্ন চরিত্র প্রদর্শনে মুখোশের ব্যবহার, জিজ্ঞাসাবাদ বা প্রশ্ন পর্ব (Hot seating) এবং ফোরাম নাট্য।''[৯] শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি প্রয়োগে পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে যে অভিনেতারা কাজ করেন তারা অভিনেতা-শিক্ষক রূপে পরিচিত। এই রূপটিই তাদের মিশ্র কাজের প্রতিফলন স্বরূপ। বহির্বিশ্বে এই পদ্ধতি প্রয়োগকারী দল প্রায়ই স্কুল ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতির প্রণীত পরিকল্পনায় বিষয়ভিত্তিক আয়োজনে প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে গবেষণা-উত্তর জ্ঞানলাভের লক্ষ্যে ভ্রমণে অংশগ্রহণ এবং অভিজ্ঞতা অর্জনে নাট্যদল ও সহায়তাকারী সংস্থা বা স্কুল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকে। ''বর্ণবাদ, লিঙ্গ বৈষম্য, HIV/AIDS, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার, কিশোরী গর্ভধারণ ও গর্ভপাত, অত্যাচার, দাসত্ব, যুদ্ধ, প্রতিক্রিয়াশীলতা, বহুসংস্কৃতিবাদ, পরিবেশ এবং স্থানীয় ইতিহাস যাতে ভাষা, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় – এমন বিষয় আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।''[১০] মূল লক্ষ্য থাকে, শিশু-কিশোর ও তরুণদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা দেয়া। যে অভিজ্ঞতা গৃহীত, প্রতিদ্বন্দ্বী, এমনকি উদ্দীপক রূপে পরিগণিত হয়। প্রক্রিয়াটি স্কুলে বা স্কুলের বাইরেও অংশগ্রহণকারীদের পছন্দ অনুযায়ী পুনরায় কাজ করার জন্য অতুলনীয় প্রেষণাকারী হিসেবে পরিচিত। শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি অন্বেষণ করছিল, ''শিক্ষার কাজে থিয়েটারের কৌশল এবং কাল্পনিক শক্তিকে কাজে লাগাবার পথ আবিষ্কার।''[১১] বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জানা যায়, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নাইজেরিয়া ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলে অনেক থিয়েটার কোম্পানি পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে শিক্ষাদানে নাট্যকলার প্রয়োগ করে থাকে। নাইজেরিয়ায় বিষয়টি একটি একাডেমিক কোর্স হিসেবে পঠিত। তাছাড়া পৃথিবীর প্রায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রমে বিষয়টি অধ্যয়নের ও গবেষণার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ''গত শতকের শেষ প্রান্তে এসে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে, শিক্ষা আয়তন থেকে ঝরে পড়া শিশু-কিশোরের জীবন অভিজ্ঞতার সাথে নাট্যকলাকে যুক্ত করে শিশু-কিশোর মননের বিকাশের লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের বেলগ্রেড থিয়েটার কভেন্ট্রি'র পরই যে নামগুলো উচ্চারিত হয়, সেগুলো হলো – পিট গ্রুপ থিয়েটার উইগান, এম সিক্স থিয়েটার রচডেল, ইয়ং ন্যাশনাল ট্রাস্ট থিয়েটার, গ্রীনউইচ ইয়ং পিপলস্ থিয়েটার, রাউন্ড মিডনাইট লিমিটেড, ককপিট লন্ডন, দ্য ফ্লাইং ফনিক্স

কোম্পানি লেস্টার, বিগ ব্রাম টাই কোম্পানি বার্মিংহাম, ক্রিয়েটিভ আর্টস টিম যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি।"[১২] প্রকৃতপক্ষে, পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে শিক্ষাদানে নাট্যকলার প্রয়োগে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় অর্থ। কারণ পদ্ধতিটি প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন, প্রশিক্ষণ, তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন, বিষয় নিবার্চনের পূর্বাপর বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা ও বিষয় ভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জন, কার্যপ্রদর্শন এবং অনুবর্তন – দীর্ঘ এই কর্মপ্রক্রিয়ায় যুক্ত অভিনেতা-শিক্ষকের নিষ্ঠা, শ্রম, মেধা ও মননের একাগ্রতা একান্ত জরুরি। পেশাদরিত্বের ভিত্তিতে অভিনেতা-শিক্ষক নিয়োগ ও প্রযোজনার সামগ্রিক ব্যয়ভার বহন, স্কুল কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক সহযোগিতা, রাষ্ট্রের আনুকূল্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে রয়েছে অনাগ্রহ ও অভাব। তাই খোদ যুক্তরাজ্যেই গত শতকের শেষ প্রান্তে এসে শিক্ষা কার্যক্রমে নাট্যকলা ব্যবহারের পথ ও চিন্তার ব্যাপকতা সংকুচিত হয়েছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশে এই পদ্ধতিটির পূর্ণাঙ্গ প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন বিরাজমান প্রেক্ষাপটে দূর কালের চিন্তা।

অনুশীলন: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

শিক্ষাব্যবস্থা: বাংলাদেশের সংবিধান একটি বৈষম্যহীন, গণমুখী এবং সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং বলেছে যে, শিক্ষা এমন হবে যাতে সমাজের কাজে লাগে এবং দেশ সেবার জন্য যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ (Motivated) নাগরিক তৈরি করা যায়। নিরক্ষরতা দূর করাও রাষ্ট্রের অন্যতম সংবিধানিক প্রতিশ্রুতি (অধ্যায়: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি; অনুচ্ছেদ: ১৭)। কিন্তু, এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত না হয়ে শিক্ষা জাতি বিভাজনের পথে একটি যুতসই হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে। দুর্নীতি, বৈষম্য, অস্থিরতা ও সহিংসতা বাংলাদেশের শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থায় আসন গেড়ে বসেছে।[১৩] পৃথিবীর যে সকল দেশে স্কুলে ভর্তির হার সবচাইতে কম বাংলাদেশ তাদের একটি। এখানে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের স্কুল গমনের হার কম আবার স্কুল শিক্ষা হতে ঝরে পড়ার হারও বেশি। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রের চিত্র হলো, প্রায় ৯০ শতাংশ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিই পুরুষ।[১৪] এখানে ধনী ও অভিজাতদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম, গরীবদের জন্য ধর্মীয় মাধ্যম এবং সাধারণ মানুষদের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ মাধ্যম রয়েছে যেখানে শিক্ষার গুণ, সম্পদের বিন্যাস এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। এদেশের শতকরা প্রায় আশি ভাগ মানুষ গ্রামে থাকলেও সাতচল্লিশ শতাংশ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আসেন শহরাঞ্চল থেকে। অর্থাৎ, শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্র ভৌগোলিক বৈষম্য রয়েছে।[১৫] আর্থ সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর সন্তানদের ক্ষেত্রে স্কুল শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার হার সবচেয়ে বেশি। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সামাজিক চাহিদার নিরিখে গড়ে উঠেনি এবং এটা সামাজিক আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পরিবর্তিত বিশ্ব বাস্তবতা বাংলাদেশ আত্মস্থ করে উঠতে পারেনি আজো। জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে কৌশলগত পদক্ষেপ নিয়ে আরো প্রতিযোগী হয়ে উঠবার মতো ক্ষিপ্রতা এখনো দৃষ্টির অগোচরে।[১৬] প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ, প্রজনন হার হ্রাস ঘটিয়ে নারীর উৎপাদশীল সময় বৃদ্ধি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক উন্নয়ন, জন প্রতি আয় বৃদ্ধির সহায়ক পরিস্থিতি তৈরি ও সর্বোপরি জাতীয় আয় বৃদ্ধির উঁচু হার সৃষ্টিতে জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই।[১৭] কিন্তু, দুভার্গ্য বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখনো সেকেলে ও অনাকর্ষণীয়ই রয়ে গেছে। সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের অনেক নীচে অবস্থান করছে।[১৮] আর যে কোমলপ্রাণ শিশু শিক্ষার্থীরা স্কুলে পাঠ নিতে যাচ্ছে, তাদের অধিকাংশের মধ্যেই আনন্দের সাথে পাঠ গ্রহণ ও মনোনিবেশ ঘটানো সম্ভব হয় না প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার একমুখী নীতি ও নিরানন্দ পরিবেশের কারণে।

নাট্যচর্চা: বাংলাদেশের নাট্য ঐতিহ্য হাজার বছরের। "ঔপনিবেশিক শাসনের মিথস্ক্রিয়ার ফল হিসেবেই উনিশ শতকে বাংলায় নাট্যকলার উদ্ভব ঘটে"[১৯] বলে অধিকাংশ পণ্ডিতগণ যে মত দেন, তার বিপরীতে প্রামাণ্য জীবন্ত দলিল বাংলাদেশের লোকনাট্য। "গুটিকতক শহুরে অভিজাতদের হাতে নয়, বরং স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারাই নাট্যকলার গোড়াপত্তন হয়।"[২০] বিবর্তনের জটিল ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের নাট্যকলার প্রবহমান চারটি ধারা হলো: ক. লোকনাট্য খ. শহর আয়তনে চর্চিত মঞ্চ ও পথ নাটক গ. বেসরকারী সংস্থাভিত্তিক উন্নয়ন

কর্মকাণ্ডের অংশরূপ প্রায়োগিক নাট্য ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়ন ও অনুশীলনভিত্তিক নাট্যকলা।

শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি: অন্ন,বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক নাগরিক অধিকার বঞ্চিত ঘনবসতিপূর্ণ জনগণের কাছে বছর ঘুরতেই বন্যা, ফসলহানি, মঙ্গা, অনাহার, অর্ধাহার আর আগুনের দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় চাল, ডাল, তেল, লবণের জন্য সংগ্রাম যে কতটা প্রাণান্তকর, তা নিম্ন আয়ের মধ্যবিত্ত থেকে প্রান্তিক কৃষক পর্যন্ত সবারই জানা। এতো অভাব আর অনটনের পেছনে রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোর ছলচাতুরী, রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা লিপ্সা ও ক্ষমতা আরোহণ করা মাত্র দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠা ছাড়াও 'সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাব' প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাধারণের 'সচেতনায়ন' তখনই সম্ভব, যখন শিক্ষার আলোয় নিজেকে আলোকিত করবে, সামাজিক ব্যবস্থা যে অদৃশ্য কলকাঠি দ্বারা পরিচালিত তা দেখতে ও বুঝতে শিখবে, সুপ্ত মানবিক বোধের উন্মেষ ঘটবে অর্থাৎ মানুষ হবে শিক্ষিত, সে আলো ছড়াবে। কিন্তু, এই আলো পেতে ও ছড়াতে চাই একটি আনন্দপূর্ণ ও সরস শিক্ষাদান পদ্ধতি। যেখানে জাতি বিনির্মাণের চারাগাছরূপী শিশু-কিশোর মনে চাপমুক্ত ও বৈষম্যহীন অংশীদারিত্বমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবে, তখন উচ্ছ্বাস ও উৎসাহ নিয়ে বিদ্যালয়ের আঙিনা মুখরিত হবে শিশুদের কোলাহলে। শিক্ষা কার্যক্রম থেকে দারিদ্র, অনটন, অবহেলা ও অনাদরে ঝরে পড়া বঞ্চিত শিশুর মুখেও হাসি ফোটানো আর মনে আলো প্রজ্বলন সম্ভব। মধ্যবিত্তের জন্য শহর আয়তনের মঞ্চে নাট্যচর্চা দিনে দিনে বিকল গর্তে পতিত হচ্ছে। প্রায়োগিক নাট্যই আজ সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আলোর মশালকে প্রজ্জ্বলিত করে তুলতে পারে। লক্ষ্যপূরণে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন সরকার, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং প্রাতিষ্ঠানিক নাট্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও দলীয় নাট্য অনুশীলনকারীদের সম্মিলিত অগ্রযাত্রা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রায়োগিক নাট্যের ব্যবহারে সরকার বা নাট্যদলগুলোর চেয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ভিত্তিক বেসরকারি সংস্থাগুলোর অধিক আগ্রহ লক্ষ্যণীয়। ইতোমধ্যে প্রায়োগিক নাট্যকলার এই প্রকরণটি ব্যবহারের কারণে রাজধানীভিত্তিক কয়েকটি তরুণ নাট্যদল এবং দেশজুড়ে বেসরকারি সংস্থা যথেষ্ট সুফল অর্জন করেছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। দৃশ্যত, শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রক্রিয়া অনুসারে বাংলাদেশের স্কুলে বা বঞ্চিত শিশু কিশোরদের নিকট শিক্ষামূলক নাট্যানুষ্ঠান প্রদর্শিত হয় না। এখানে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে নাট্যকলা যুক্ত হয়। বাংলাদেশের সমাজে শিক্ষা কার্যক্রমকে শিশু-কিশোরের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার লক্ষ্যে যারা একটি সাংস্কৃতিক অভিঘাত তৈরিতে প্রয়াসী, তাদের পরিচয় ও কর্মপন্থা নিম্নে আলোচিত হলো।

শহরভিত্তিক মঞ্চ ও পথনাটক অনুশীলনকারী নাট্যদলের প্রয়োগ

পালাকার, ঢাকা: ২০০২ সালের এপ্রিলে প্রতিষ্ঠার পর পালাকার নাট্যদলটি বাংলাদেশের শহর আয়তনে নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বৈচিত্র্য সন্ধানী নাট্যদলটির ভাষ্যমতে, "আমরা মাসে শুধু একটি বা দুটি নাটক নিয়ে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক দর্শকের কাছে যেতে বিশ্বাসী নই। নাট্যচর্চাকে আমরা নিয়ে যেতে চাই সব স্থানের সব মানুষের কাছে।"[২১] তাদের নাটক মুক্তাঙ্গন, গ্রাম গ্রামান্তর, শিশু স্কুল, শিশুর জন্মদিন, অনুষ্ঠান, উৎসব, মেলা, প্রসেনিয়াম মঞ্চে ও ছোট্ট স্টুডিওতে মঞ্চস্থ হয়। 'পালাকার কিডস' নামে শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশ কেন্দ্র চালু রয়েছে। "পাঠে আমার মন বসে না কাঁঠালচাপার গন্ধে– আল মাহমুদের ছড়াটির মতোই সত্য শিশুর মন। বিদ্যালয়ের পাঠ শিশুকে টানে না। শিশুর মনে আনন্দ দেয় না। অথচ সেই শিক্ষকটির কথা মনে করুন, যে আপনার সবচেয়ে প্রিয়! তিনি ক্লাসে এলেই মুখরিত হয়ে উঠতো ক্লাসরুম। তিনি তার চমৎকার বাচনভঙ্গি, অর্থপূর্ণ অঙ্গসঞ্চালন আর বিভিন্ন বাস্তব উপকরণের সাহায্যে কী চমৎকার করে কঠিন কঠিন সব বিষয়কে কহজ করে বোঝাতেন। সেই শিক্ষক এখন বিরল!"[২২] শিশুদের পাঠ্য শিক্ষাকে সহজ ও আনন্দদায়ক করে তোলার জন্য পালাকার 'Theatre For Education' কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যাপীঠে Class Act নামে শিক্ষামূলক নাটক পরিবেশন করে থাকে। কোন দাতা সংস্থা বা বেসরকারি সংস্থার প্রজেক্ট বা অনুদানের ভিত্তিতে নয়, সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের বিভিন্ন বিষয়কে আনন্দদায়ক

উপস্থাপনার মাধ্যমে শিশুদের বোধগম্য করে তোলার লক্ষ্যেই পালাকারের এই প্রয়াস।[২৩] কার্যক্রমটি রাজধানীর বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য যে, বস্তিবাসী বা নিম্নবিত্ত অধ্যুষিত অঞ্চলের কোনো স্কুলে Class Act অনুষ্ঠিত হয়না। এই আনন্দদায়ক উপস্থাপনার জন্য পালাকার প্রাথমিকভাবে কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্লাসের পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু উপস্থাপনা সাজায়। ''এই উপস্থাপনাগুলোতে ব্যবহৃত হয় অভিনয়, স্টোরি বক্স, কয়েক ধরনের পাপেট, চিত্রকর্ম ও হাতে তৈরি দ্রব্য সমূহ। উপস্থাপনা শেষে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে উপস্থাপিত বিষয় নিয়ে প্রশ্নালাপ ও উৎসাহব্যঞ্জক উপহার দেয়া হয়। এতে শিশুদের পাঠ্য শিক্ষার চাপ কমে যায়, বাড়ে আত্মপ্রত্যয়।''[২৪] ছাত্রছাত্রীদের সাথে প্রশ্নালাপে প্রাপ্ত মতামত ও ভালোলাগা মন্দলাগা অনুভূতিগুলো Class Act-এর অভিনেতারা লিখে নিয়ে আসেন এবং পুনরায় মহড়ায় নাট্যঘটনা ও উপস্থাপনার যোগ বিয়োগ ঘটান। কিন্তু একই স্কুলে ঐ পুনর্সৃজিত নাটক নিয়ে তারা আবার ফিরে যান না। রাজধানীর প্রায় পনেরোটি স্কুলে খুব অল্প পরিমাণ টাকার বিনিময়ে তারা Class Act নিয়ে যান। অর্থায়ন না থাকায় নাটক ভিন্ন হলেও পোশাক, দ্রব্য সম্ভারে পরিবর্তন ঘটে কম। অভিনেতাদলের স্কুলে যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার নির্বাহ কখনো ঘাটতিতে পতিত হয়। Class Act কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুলগুলোকে পালাকারই লিখিত ও মৌখিকভাবে প্রস্তাব পাঠায়। কিছু স্কুল সাড়া দেয়। জানা যায়, শুধুমাত্র স্থান আর সময় ব্যতীত স্কুল আর কোনো উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করে না। দলের অধিকারী আমিনুর রহমান মুকুল 'ভবিষ্যতে আনন্দদায়ক শিক্ষার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা পালাকারের স্বপ্ন' বলে উল্লেখ করেন।

প্রাচ্যনাট, ঢাকা: বাংলাদেশের মঞ্চ ও পথ নাটকে প্রাচ্যনাট গত দশ বছরে বিপুল সুনাম কুড়িয়েছে। অর্জিত সফলতার নেপথ্যে রয়েছে তরুণ নাট্যকর্মীদের উদ্যম ও পরিশ্রম। শিশুদের জন্য স্কুলে স্কুলে প্রাচ্যনাট 'ছোটদের জন্য আমরা' নামে একটি কার্যক্রমে শিক্ষা প্রদানে নাটকের প্রাণবন্ত অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়েছে। 'আজকের শিশু আগামীর বিশ্ব' এই চেতনায় প্রণোদিত প্রাচ্যনাট-এর ভাষ্য, ''যন্ত্রের এই সভ্যতায় শিশুদের বিনোদনের প্রয়াসগুলোও চরম যান্ত্রিকতা নির্ভর। এই যন্ত্রের যন্ত্রনায় কাতর শিশুদের মধ্যে জীবন ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে আমরা পা বাড়িয়েছি।''[২৫] প্রতিটি শিশুই তার স্কুল শিক্ষা নিয়ে প্রতিযোগিতার পথে দৌড়াচ্ছে। যেন ইঁদুর দৌড়, প্রাণহীন শুষ্ক পাঠ প্রতিযোগিতা। প্রাচ্যনাট দেশী বা বিদেশী কোনো দাতা সংস্থার অনুদানে নয়, নিজেদের চেতনার তাগিদে রাজধানীর প্রায় ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পনেরোটি প্রচলিত ও পাঠ্যবই থেকে বাছাই করা শিশুতোষ গল্প নিয়ে নাটক প্রদর্শন করে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হলো: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কুপোকাৎ', সুকুমার বিশ্বাসের 'দ্রিঘাংচু', প্রচলিত গল্প 'বাঘের সাজা' প্রভৃতি। তাদের এই চলমান কার্যক্রমে স্কুলগুলোর সাথে মৌখিক ও ক্ষেত্র বিশেষে লিখিত প্রস্তাব ও সম্মতি অনুসারে ন্যূনতম যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ মাত্র ৫০০ থেকে ১২০০ টাকা পাওয়া যায়। খুব অল্প পরিমাণে হলেও শ দুয়েক টাকা প্রাচ্যনাট প্রতিটি প্রদর্শনী শেষে সঞ্চয় করে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সঞ্চিত অর্থ থেকে পরিবেশিত নাটকগুলোর প্রত্যেক অভিনেতাকে ২০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত দেয়া হয় এবং এই কর্মসূচির আনুষঙ্গিক ব্যয়ের অংশ বিশেষ বহন করা হয়। পূর্ব প্রস্তুতি অনুযায়ী স্কুল কর্তৃপক্ষের নির্ধারণ করা সময়ে (সাধরণত দুপুর ১-২টার মধ্যে) নাটক পরিবেশিত হয়। পরিবেশন শেষে অভিনেতৃগণ শিশুদের নিকট যান এবং তাদের অনুভূতি ও পছন্দ অপছন্দের চরিত্রের নাম জানতে চান। ''যেমন একটি নাট্য ঘটনায় ময়ূর চরিত্রটি এক শিশুর খুব ভালো লাগে। নাটক শেষে তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে ভালোলাগা মুখে না বলে দেখাতে চাইলো। উপস্থিত অভিনেতৃগণ, শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা তো অবাক। মেয়েটি ক্লাশে খুব কম কথা বলে। অথচ নাটক দেখে তার জড়তা ভাঙ্গলো কী করে। তার ময়ুর চরিত্রে অভিনয়ে সবাই মুগ্ধ হলো, করতালিতে মুখর হয়ে উঠলো বিদ্যালয়ের আঙিনা। আবার কেউ হয়তো বলে সে করে দেখাতে পারবে তার ভালো লাগা চরিত্রটি, কিন্তু মঞ্চে দাঁড়ালে জড়তায় সিঁটিয়ে যায়।''[২৬] প্রাচ্যনাটের লক্ষ্য, ''শিশুরা যেন জড়তার শৃঙ্খল ছিঁড়ে প্রাণবন্ত সজীব হয়ে ওঠে, এগিয়ে আসতে পারে সাহস নিয়ে, বলতে পারে 'আমিও পারি'। 'মঞ্চ নাটক দিন দিন দর্শকহীন হয়ে পড়ছে' বলে বিজ্ঞজনের মতামত শোনা যায় কেবল কিন্তু দর্শক তৈরিতে কোন ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায় না। প্রাচ্যনাট 'ছোটদের জন্য আমরা' কার্যক্রমে নাটক প্রদর্শন করে শিশু মননে নাটকের প্রতি অনুরাগ

তৈরি করতে চায়, মঞ্চ নাটকে দেখতে চায় দর্শকের বিপুল ও নিয়মিত সমাগম।"[২৭] পাশাপাশি দলেরও লক্ষ্য আছে। দলের সব সদস্যদের বাস্তবিক কারণেই এক সাথে একটি মঞ্চ নাটকে চরিত্র প্রদান করা সম্ভব হয় না। চরিত্রাভিনেতা ব্যতীত বাকিদের নেপথ্য ভূমিকা পালন করতে হয়, নিয়মিত অভিনয় চর্চা হয় না। তাই দলীয় সব সদস্যের অভিনয় চর্চাও একই সাথে চলে এই শিক্ষামূলক নাটক কার্যক্রমে। শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতির দীর্ঘ ও সুগঠিত কর্মপ্রক্রিয়া অনুসরণ না করলেও প্রাচ্যনাটের 'ছোটদের জন্য আমরা' এই শিক্ষামূলক নাট্য কার্যক্রমটি শিশু মননের জড়তার বিপরীতে স্বতঃস্ফূর্ততার বিকাশ সাধনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। প্রাচ্যনাটের বিশ্বাস, "প্রতিটি শিশুর মাঝেই লুকিয়ে আছে আলাদীনের চেরাগ এবং ওরাই খুলে দেবে আগামীর দরজা: খুল যা সিম সিম – চিচিং ফাঁক। শিশুরা বেড়ে উঠুক নৃত্য-ছন্দ আর আনন্দে।"[২৮]

সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার (সিএটি), ঢাকা: পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে থিয়েটার চর্চার লক্ষ্য নিয়ে সিএটি ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে গত ১৩ বছরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন নাট্যধারা, প্রখ্যাত নাট্যকার ও তাঁদের নাটককে কেন্দ্র করে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ও নাটক প্রদর্শনীর আয়োজন করে সুনাম অর্জন করেছে। সিএটির মূল লক্ষ্যের অন্যতম একটি কার্যক্রম 'শিশুদের জন্য থিয়েটার'। Canadian International Development Agency (CIDA)-এর আর্থিক সহযোগিতায় সিএটি পরীক্ষামূলকভাবে ১৯৯৭ সাল থেকে এই থিয়েটার কর্মসূচির স্কুলগামী শিশু কিশোর, তাদের শিক্ষকমহল এবং অভিভাবকদের লিঙ্গ বৈষম্যসহ নানা সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাটক পরিবেশন করে। একই সাথে শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে শিশুদের জন্য শিশু শিক্ষা পাঠের সাথে থিয়েটারকে সম্পৃক্ত করেন। এই কর্মসূচির অধীনে প্রযোজিত চারটি নাটক প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মঞ্চস্থ হয়। বাংলাদেশে শিশু ও কিশোর বয়সে তাদের অনুসন্ধিৎসু মনের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষক ও অভিভাবকগণ সনাতন পদ্ধতি অনুসারে উত্তর দেন বা থামিয়ে দেন। ফলে, শিশু-কিশোরের অনুসন্ধিৎসু, স্বতঃস্ফূর্ত ও সৃজনশীল মনের বিকাশ বাধা পায়। শিশু-কিশোর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করে। প্রশ্ন উত্থাপন বা জিজ্ঞাসার পরিবর্তে সে অনুগত হয়ে ওঠে। স্থির চিন্তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় পরিবর্তনকামীতার বিপরীতে। তাই সিএটি "শিশুদের জন্য থিয়েটার একটি জরুরী ও ফলপ্রসু পদ্ধতি বলে মনে করে।"[২৯] সিএটি'র পরিকল্পনা অনুসারে পরিবেশ, শিশু পাচার এবং শিশু অধিকার বিষয়ে নাটক নির্মাণোত্তর কিছু নির্ধারিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় এবং বস্তি এলাকায় পরিবেশন করবে এবং পাশাপাশি নাটকগুলো টেলিভিশন প্রযোজনা রূপে দেশব্যাপী বৃহৎ দর্শক সমাজের উদ্দেশ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবে।[৩০] বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশু-কিশোরের মনোবিকাশে সিএটি'র এই পদ্ধতি আশ্রয়ী উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটকের নাম 'আমরাও পারবো', 'জে বি কার্টার ডট কম', 'আলোর অভিযাত্রা', 'বিদ্যামন্ত্র', 'অবরোধবাসিনী', 'উত্তরাধীকার' ও 'সত্যপীর' প্রভৃতি।[৩১]

আনন্দ নিকেতন, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ: ৩৩ জন সদস্য নিয়ে ২০০০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনটি নৃত্যকলা, চিত্রকলা, সংগীত বিষয়ে ৬-১২ বছরের শিশু-কিশোর এবং নাট্যকলা বিষয়ে ৬-২৪ বছর বয়সী শিশু-কিশোর ও তরুণদের তত্ত্বীয় (আংশিকভাবে) ও প্রয়োগিক পাঠ দান করে থাকে। বছরের বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় মিলনায়তন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নৃত্য বা সংগীত বা চিত্র প্রদর্শনী, কখনো এসব বিষয়ের সম্মিলিত প্রদর্শনীর আয়োজন করে। হবিগঞ্জ জেলাধীন নবীগঞ্জ থানা সদরের এই সংগঠনটি ইতোমধ্যে তার সব আয়োজন ও উপস্থাপনার কারণে নন্দিত ও পরিচিত হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সময়ে সংগঠনটি শহর ও শহরতলীতে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্য বিষয় থেকে গল্প নিয়ে নাটক, মুখোশ নাচ এবং পুতুল নাচ প্রদর্শনী করছে। সংগঠনটির এই উদ্যোগের নাম Make fun with text। পাঠ নিয়ে আনন্দ করার লক্ষ্যে পরিচালিত এই কার্যক্রমে স্কুল শিশুদের বাঁধভাঙা আনন্দ আর অসীম উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। "স্কুলে আগামীকাল আনন্দ নিকেতন-এর নাটক আছে শুনলে শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার বেড়ে যায়। এমন আশাব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়ার পরে আনন্দ নিকেতন স্থানীয় মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য নির্মাণ করে ইতিহাস আশ্রিত বিষয় নিয়ে নাটক। স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী দেশ কাল এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থান নিয়ে 'কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা' নাটকটি যথেষ্ট

জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্কুল ও কলেজে পাঠ্যসূচি বা সূচি বহির্ভূত নাটক পরিবেশনার বিনিময়ে সংগঠনটি কোন রকম আর্থিক সহযোগিতা পায় না। ব্যক্তি অনুদান ও আনন্দ নিকেতনে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন থেকে প্রাপ্ত অর্থ সংগঠন পরিচালনার ব্যয় বাদে সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় নাটক প্রদর্শিত হয়।''[৩২] ন্যূনতম ব্যয়ে নির্মিত নাটকের মূল লক্ষ্য মজা করে পড়ো এবং সংগঠনটির শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। বর্তমানে শিক্ষার্থী প্রায় ৮০ জন। উল্লেখ্য স্কুলে পরিবেশিত নাটকের অভিনেতৃ অধিকাংশই স্কুল শিক্ষার্থী, যাদের বয়স ৬-১২ এবং কলেজে পরিবেশিত নাটকের চিত্রও তাই। সংগঠনটি স্থানীয় ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একমাত্র মহাবিদ্যালয়টিতে নাটক পরিবেশন করে। নাটকগুলো বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং পুতুল নাচ ও মুখোশ নাচ নাটক প্রদর্শনীর পূর্বে পরিবেশিত হয়। এতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। অভিনেতারা নানারকম হাস্যোদ্দীপক দেহভঙ্গিমার দ্বারা শিশুদের প্রণোদিত করেন।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত বেসরকারী সংস্থাভিত্তিক প্রয়োগ

রাখাল: (RAKHAL: Regenerative Action for Kaleidoscopic Human Activity and Learning) বাংলাদেশের শিশু উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমরূপে নাট্যকলা ব্যবহারের নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করে। শিশু উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের এই প্রকল্পকে Children's Voice Project নামেও অভিহিত করা হয়। সুইডিশ আইটিআই এবং সুইডিশ সিডা'র আর্থিক সহযোগিতায় প্রকল্পটি পরিচালিত। শিশু, অভিভাবক, শিক্ষক এবং স্থানীয় লোকজনকে প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়, প্রক্রিয়ার অংশীদার করে তোলা এবং পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে দেশে শিশু থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। স্কুলগামী, স্কুল থেকে ঝরে পড়া এবং স্কুলে যাওয়ার অধিকার ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়েই Children's Voice প্রকল্পটি গঠিত। শিশু অধিকার, শিশুদের জীবন যাপনের পরিবেশ তৈরি, থিয়েটার কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং বিভিন্ন কার্যাবলী পালনের মাধ্যমে শিশু থিয়েটারের যোগাযোগ বৃদ্ধি করাও প্রকল্পের লক্ষ্য। প্রকল্পের আওতাধীন অঞ্চলগুলো হলো: ঢাকা শহর, গাজীপুর সদর, দিনাজপুর সদর, পলাশ (নরসিংদী), ফেনী সদর, সিরাজগঞ্জ সদর, বগুড়া সদর, যশোর সদর এবং ঝিনাইদহ সদর। শিশুদের প্রণোদনামূলক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভিত্তিতে রাখাল পালন করে আসছে।[৩৩] জাতীয় ও আঞ্চলিক শিশু থিয়েটার কর্মশালা ও উৎসব আয়োজন, স্কুল থিয়েটার কার্যক্রম, শিশুদের জন্য থিয়েটার, ৩-৬ বছরের শিশুদের জন্য থিয়েটার, বস্তিবাসী শিশুদের জন্য থিয়েটার প্রভৃতি উৎসাহ, উদ্দীপনা ও গতি সঞ্চারমূলক আয়োজন রাখাল-এর নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ। ''পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে একজন থিয়েটার প্র্যাকটিশনার একটি স্কুলের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন এবং সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে স্কুল ছুটির পরে বিকেল তিনটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত এবং শুক্রবার সারা দিন করে তিন মাসে একটি নির্মাণ করেন এবং অভিভাবক, শিক্ষক ও এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের সাথে পাঠ্যসূচি ভিত্তিক গল্প থেকে নাটক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের পরিচিত গল্প থেকে নাটক নির্মাণ করা হয়।''[৩৪]

থিয়েটার সেন্টার ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (টিসিএসডি), ঢাকা: টিসিএসডি ১৯৯৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কার্যক্রম শুরু করে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিসিএসডি দেশের বিভিন্নস্থানে ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রয়োগিক নাট্য অনুশীলন করে। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা NORAD- এর আর্থিক সহযোগিতায় সংগঠনটির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। সংগঠনটির অন্যতম একজন কর্মী রেহানা সামদানী ১৯৯৬ সালে ইংল্যান্ডে শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতির ওপর স্বল্পমেয়াদী একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের নাট্যকলা বিষয়ের এম. এ. পর্বের শিক্ষার্থী, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রথম ও ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং কুষ্টিয়া, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, ফরিদপুর, রাজবাড়ি ও দিনাজপুরের সদর ও গ্রামের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সাথে তাঁর প্রাপ্ত শিক্ষার প্রয়োগ অনুশীলন করেন। উল্লেখিত জেলাগুলোতে তিনি তাঁর সংগঠনের উন্নয়ন নাট্য বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শনকালে নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন

বিদ্যালয়ে দুই বা তিন দিনের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমে নাট্য পদ্ধতির ব্যবহারের কৌশল প্রয়োগ করতেন। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, "স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের পাঠের চেয়ে শিক্ষকদের ওপরই থাকতো বেশি অভিযোগ। স্কুল শিক্ষকের সাথে আলোচনায় জানা যেতো, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর অংক ও ইংরেজি বিষয়ে ভয় কাজ করে এবং ইতিহাস বিষয়টিতে থাকে অনীহা। তথ্যের ভিত্তিতে অংক ও ইতিহাস বিষয়ের নির্দিষ্ট কিছু অধ্যায় ধরে দিনভর চলতো নাটক, গান ও মজার মজার খেলা। শুরুতে খেলার মাধ্যমে জড়তা কাটিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত শিশুদের ইতিহাস বিষয়ে চলতো নাট্যাভিনয় এবং পারিবারিক বিভিন্ন হিসাব নিকাশের ঘটনা অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করে অংক বিষয়ের সহজ সমাধান পেতো। পাশাপাশি চলতো বিভিন্ন ধরনের খেলা।"[৩৫] একাধিক স্কুলে প্রায় একই রকমের অভিজ্ঞতা রেহানা সামদানীর, ফিরে আসার সময় শিশুরা তাঁর শাড়ির আঁচল ধরে সমস্বরে বলতো, "তুমি থেকে যাও আমাদের দিদিমণি হয়ে। আমরা মন দিয়ে স্কুলের সব ক্লাশ করবো।"[৩৬] আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় শিক্ষকের ভূমিকা শিশুর মনোবিকাশে কতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং শিক্ষক যদি প্রচলিত কঠিন গাম্ভীর্য ত্যাগ করে শিশুদের সাথে ধমক, চোখ রাঙানো বা মারের ভয়ের পরিবর্তে খেলার মাধ্যমে, নাটকের মাধ্যমে ঘটনা উপস্থাপন করেন, তবে শ্রেণীকক্ষ হয়ে উঠতে পারে শিশুদের প্রিয় স্থান, যেখানে সে পাবে আনন্দ ও শিক্ষার সম্মিলিত পাঠ। "১৯৯৮-২০০০ সাল পর্যন্ত দুই বছর টিসিএসডি শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি বিষয়টি নিয়ে কাজ করে পরবর্তীতে ২০০১ সালে দাতা সংস্থার অর্থায়ন বন্ধ হয়ে যাবার ফলে ২০০৩ সালে সংগঠনের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়।"[৩৭]

রূপান্তর, খুলনা-বাগেরহাটঃ রূপান্তর ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৪ সালে। রূপান্তর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দিয়েই যাত্রা শুরু করে; সংগঠনটির কর্মীরা বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে নাট্যকলা ও জনপ্রিয় লোকসংগীতের ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশনার আয়োজন করে। 'উন্নয়নের ধারা এবং সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত'- এই মৌলিক নীতি 'রূপান্তর' অনুসরণ করে। উন্নত বিশ্বে এই যুক্তায়নের নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিগণিত। গণ উন্নয়নের এবং জীব বৈচিত্র্যের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে জন সংগঠনের উন্নয়ন ও সক্ষমতা অর্জনে সহায়তাকারী হিসেবে গোষ্ঠীর স্বপ্রণোদনা ও সচেতনতার উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে সংস্থাটি কাজ করে। উন্নয়নের মূলধারায় লোক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রয়োগের মাধ্যমে উজ্জীবিত করে রাখা, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড দ্বারা নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, জনসচেনতা, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং শিশু, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি সংগঠনটির লক্ষ্য। এই লক্ষ্যসমূহের মধ্যে শিশু অধিকার ও শিশুদের জন্য সুযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে 'রূপান্তর' স্কুল পর্যায়ে নাট্য শিক্ষা (Theatre Education of School Level) চালু করে। শিশুকে শ্রমিকে পরিণত করার বিপরীতে স্কুলে পাঠিয়ে শিক্ষিত সন্তানের অভিভাবক এবং শিক্ষিত জাতি গঠনে বাবা মায়ের ভূমিকা সম্পর্কে 'রূপান্তর' অভিভাবকদের সাথে কাজ করে। স্কুলগামী শিশু যাতে বিচ্যুত না হয় বা ঝরে না পড়ে – এই লক্ষ্যে অভিভাবক, শিক্ষক এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে সংগঠনটি নাটক পরিবেশন করে। সুশিক্ষাদানে শিক্ষকের অনস্বীকার্য ভূমিকা, আনন্দের মাধ্যমে পাঠদানে শিক্ষকদের করণীয়ও 'শিক্ষা নাটকের' অন্তর্ভূক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশু শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক বিকাশ, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং লক্ষ্যসমূহের সাথে শিক্ষক ও অভিভাবকের সংযুক্তি ও সহযোগিতাই 'রূপান্তর' নাট্য শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।[৩৮]

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা), চট্টগ্রামঃ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার যোগসূত্র স্থাপন করে মানুষের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তি ও ঐকান্তিক মনোভাবকে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে, মানুষকে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তোলাই বিটা'র লক্ষ্য। সক্ষম ও সচেতন জীবনাচরণ দ্বারা মানুষ তার পারিপার্শ্বিকতা এবং আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সূচনা করতে সক্ষম– এই লক্ষ্য পূরণে বিটা পরিচালিত কর্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যম হলো সচেতনায়ন (Conscientisation) এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড (Cultural activities)। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী ও সংস্থার অর্থায়নে ও সহযোগিতায়

বিটা দেশ, দশ, সংস্কৃতি ও অধিকার বিকাশের এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাচ্ছে। বিটা এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখে, যেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং অধিকার চর্চা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিটা নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। দেশের শিশুদের জন্য পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম কেমন, এই কার্যক্রমে শিশুরা আনন্দবোধ করে কিনা এবং এতে শিশুদের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ রয়েছে কিনা তা জানার জন্য বিটা ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুলে এবং সুযোগ বঞ্চিত শিশুদের মাঝে একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। জরিপের ফলাফলে ফুটে উঠে যে স্কুলগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থা একমুখী। শিক্ষা কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই। অধিকাংশ স্কুলেই কোন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় না। নানামুখী সীমাবদ্ধতার কারণে শিশুরা শিক্ষা কার্যক্রম থেকে কোন রকম আনন্দবোধ করে না। ফলে একটা পর্যায়ে শিশুরা স্কুলে যেতে আগ্রহ বোধ করে না এবং অনেকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। আর এতে করে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। তবে এর জন্য কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা স্কুলের শিক্ষক দায়ী এমনটা বলা যাবে না। মূলত শিক্ষা প্রক্রিয়া এমন ব্যবস্থায় পরিচালিত হয় যেখানে বিনোদন ও অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই। সাধারণ পাঠ্য কার্যক্রমে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সেগুলো তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শিশুদের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনের দৈনন্দিন বিষয় এবং তথ্যসমূহ যা জানার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে পাঠ্য কার্যক্রমে তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। এসব বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা) শিশুদের জন্য বিনোদন তথা নাটকের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। প্রাথমিকভাবে পাঠ্য পুস্তকের বিভিন্ন বিষয় স্থান পায়। পরবর্তীতে পাঠ্য পুস্তকের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের অধিকার ও দৈনন্দিন জীবনের শিক্ষণীয় সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে। এসব বিষয়কে শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত ও আগ্রহ উদ্দীপক করে তোলার লক্ষ্যে বিটা এ কার্যক্রমে অভিনয়ের পাশাপাশি দৃশ্যমান ছবি, মুখোশ, পাপেট, মাপেট ও শ্যাডো থিয়েটারসহ বিভিন্ন বাস্তবধর্মী উপকরণ ব্যবহার করে। এ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন বিষয়কে স্কুল এবং কমিউনিটির সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সামনে অভিনয় করে দেখানের পাশাপাশি গল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনকে বিশ্লেষণ এবং দৃশ্যমান উপস্থাপন করা হয়। কার্যক্রমের পুরো প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে যেখানে তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিরও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে এবং শিশুরা তাদের অধিকার সম্পর্কে অনেক বেশি জানতে পারবে। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুলের শিক্ষার্থীদের সামনে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় সংক্রান্ত তথ্যসমূহ বিনোদনের মাধ্যমে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া অবলম্বন করে এবং শিশুদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার ঘটায়। প্রতি অধিবেশনে ২০ থেকে ৬০ জন ৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী স্কুল ছাত্র-ছাত্রী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করে। উপস্থাপিত বিষয়গুলো পাঠ্যপুস্তক বা শিশুদের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন সংক্রান্ত হয়ে থাকে। যেমনঃ ষড়ঋতু, দেশ ও ইতিহাস, মানবাধিকারের ইতিহাস ও ধারণা, বৈষম্য ও সুরক্ষা, নারী শিক্ষা, শিশু অধিকার, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, নারী ও শিশু পাচার, কিশোর অপরাধ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য প্রভৃতি। তিনটি ধাপে বিভক্ত বিটা'র কার্যক্রমসমূহ হলো– ১. প্রাক প্রস্তুতি: এ পর্বে বিটা স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে জরীপ কার্য পরিচালনা, বিষয় নির্বাচন, পাণ্ডুলিপি তৈরি, উপস্থাপনার পরিকল্পনা, উপস্থাপনায় ব্যবহারের লক্ষ্যে দেশজ উপকরণ নির্বাচন, উপস্থাপনা সহায়তাকারীদের ধারণা প্রদান, মহড়া, পরীক্ষামূলক ও দর্শকের কাছ থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য অনুযায়ী পরবর্তী মহড়ায় সংযোজন-বিয়োজন। ২. বাস্ত বায়নঃ স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে প্রদর্শনী পরিকল্পনা, প্রদর্শনী বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে যোগাযোগ, প্রয়োজনীয় ও নির্ধারিত উপকরণ সহ মহড়া এবং প্রদর্শনীর প্রস্তুতি গ্রহণ ও প্রদর্শনীর নির্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে প্রদর্শনী স্থানে উপস্থিত হওয়া। ৩. প্রদর্শনী চলাকালীনঃ শুরুতেই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ও সৌজন্য কথোপকথন, প্রদর্শনী উপস্থাপন, সম্মিলিত অংশগ্রহণ, প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু অনুযায়ী কথোপকথন এবং স্কুল ত্যাগের পূর্বে কর্তৃপক্ষের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ। ৪. প্রদর্শনী পরবর্তী কাজঃ প্রদর্শনীর পর অংশগ্রহণকারী শিশুদের মাঝ থেকে মূল্যায়ন সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রণয়ন, সংরক্ষণ এবং আলোচনা।[৩৮] কর্ম প্রক্রিয়া থেকে বিটা'র শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি প্রয়োগের সুসংবদ্ধ কাঠামো ও ক্রিয়াশীল

কর্ম পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক শিশির দত্ত প্রায়োগিক নাট্য বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মশালায় যোগ দেন এবং বিভিন্ন দলের কর্ম প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতা, সহকর্মীদের সাথে নিরন্তর আলোচনা এবং বাংলাদেশের লোকনাট্যের বিভিন্ন প্রকরণের সমন্বয়ে 'নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা' কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।[৪০]

প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়ন ও অনুশীলন

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রমে নাট্যকলা বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ও বিষয়টি নিয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠ, অধ্যয়ন ও মঞ্চে প্রাপ্ত শিক্ষার অনুশীলনের শুরু নিকট অতীতের ঘটনা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠ দান ও বৈচিত্র্যময় অধ্যয়ন দ্বারা শিক্ষার্থীদের সক্রিয়, প্রাণবন্ত ও কঠোর পরিশ্রমী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ঐকান্তিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। অতি সম্প্রতি রাজধানীকেন্দ্রিক বেশ কয়েকটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নাট্যকলা অনুষঙ্গ বিষয় হিসেবে পঠিত হচ্ছে।

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের এমএ পর্বে শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি একটি বাধ্যতামূলক কোর্স হিসেবে চালু রয়েছে। কোর্সের অধীনে তত্ত্বীয় পাঠ, মাঠ গবেষণা এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত শিক্ষার অনুশীলন করতে হয়। অনুশীলনের ক্ষেত্রে স্কুল নির্বাচন, স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দের সাথে যোগাযোগ, শ্রেণী নির্বাচন, কোর্সে অধ্যয়নরত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজ পছন্দ ও আগ্রহ অনুসারে বিষয় নির্বাচন, বিষয় ভিত্তিক নির্বাচন, পরিকল্পনা এবং গবেষণা-উত্তর স্কুলে শিক্ষার্থীদের সাথে চার থেকে সাতদিন ব্যাপী কর্মপ্রক্রিয়া পরিচালনা ও বিষয়ভিত্তিক নাটক নির্মাণ ও প্রদর্শন করেন। অনুশীলন প্রয়োগ-উত্তর সময়ে কোন অনুবর্তন পরিলক্ষিত হয় না।

খ. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে বর্তমানে (২০০৭) এই কোর্সটি বি.এ (সম্মান) চতুর্থ বর্ষের ঐচ্ছিক বিষয় রূপে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। চতুর্থ বর্ষে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে অন্তত পাঁচ জন যদি বিষয়টি অধ্যয়নের জন্য নির্বাচন করেন, তখন কোর্সটি উক্ত বর্ষে নিয়মিত পাঠদানের অংশ করা হয়। শুধুমাত্র তত্ত্বীয় পাঠেই বিষয়টির ব্যাপ্তি সীমিত থাকে।

গ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগে শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি এম. এ. পর্বে পাঠ্য সূচিতে উল্লেখ থাকলেও তা এখনো অধ্যয়নে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রায়োগিক নাট্যের বিকাশ ও অনুশীলনের ধাবমান। শ্রেণীকক্ষে অধ্যয়ন-উত্তর শিক্ষার্থীদের মাঠ গবেষণায় অর্জিত অভিজ্ঞতা দ্বারা বাংলাদেশে পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি প্রয়োগে প্রয়াস চালানো যেতে পারে। ১৯৯৩ সালে সৈয়দ জামিল আহমেদ এই প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন, রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি থানাধীন স্বর্পবেতেঙ্গা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শিক্ষার জন্য নাটক (শিজনা) শিরোনামে এই কার্যক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পথ ছিল খুবই পরিস্কার এবং কাঠামো ছিল অনেক দৃঢ়। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাট্যকলায় ডিগ্রী অর্জনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রয়োগিক নাট্য অনুশীলনের ক্ষেত্রে শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি অনুশীলনের তুলনায় উন্নয়ন নাট্য (Theatre for Development) বিষয়ে অধিক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

উপসংহার

বিরাজমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও বাস্তবতা কঠিন। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটলে শিশু-কিশোর শিক্ষায় মনোযোগী হয়ে উঠবে, আনন্দের সাথে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হবে নিয়মিত। একটি সুশিক্ষিত, বিজ্ঞানমন, উন্নত জাতি গঠনে শিশু শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাই আনন্দপূর্ণ শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু মননে প্রতি মুহূর্তে সৃজনী বীজ রোপন করা সম্ভব। আর সে লক্ষ্যে প্রয়োজন নাট্যপদ্ধতির প্রয়োগ। বাংলাদেশ সরকার, বেসরকারী সংস্থা ও নাট্যদলগুলোর ঐকান্তিক মনোভাবের মিলিত শক্তিতে এখনই শুরু করা যেতে পারে শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতির প্রয়োগ।

টীকা:

১ Tony Jackson, Learning Through Theatre, 2nd Ed, Routledge, London 1999.
২ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *শিক্ষার জন্য নাটক*, শিল্পকলা ষান্মাষিক পত্রিকা, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।
৩ আনিসুর রহমান, উন্নয়ন জিজ্ঞাসা, ব্র্যাক, ঢাকা ১৯৯২।
৪ পাওলো ফ্রেইরে, অত্যাচারীতের শিক্ষা, অনুবাদ আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, আরবান, ঢাকা ১৯৯৩।
৫ Ivan Illich, Deschooling Society, Penguin, NewYork 1970.
৬ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *থিয়েটার কি?* থিয়েটার নাট্য ত্রৈমাসিক, ১৮ বর্ষ, ১-২সংখ্যা, ঢাকা ১৯৯২।
৭ Tony Jackson.
৮ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *শিক্ষার জন্য নাটক*, শিল্পকলা ষান্মাষিক পত্রিকা, বর্ষ ১৭শ, সংখ্যা ১ম, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৪।
৯ en.wikipedia.org/wiki/Theatre_In_Education.
১০ Tony Jackson.
১১ *Ibid.*
১২ en.wikipedia.org/wiki/Theatre_In_Education.
১৩ আতিউর রহমান ও মাহফুজ কবীর, *উন্নয়নের জন্য শিক্ষা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ২০ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০২।
১৪ আতিউর রহমান ও মাহফুজ কবীর কর্তৃক উদ্ধৃত, *উন্নয়নের জন্য শিক্ষা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ২০ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০২।
১৫ প্রাগুক্ত।
১৬ আতিউর রহমান ও মাহফুজ কবীর, *উন্নয়নের জন্য শিক্ষা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ২০ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০২।
১৭ প্রাগুক্ত।
১৮ আতিউর রহমান ও মাহফুজ কবীর কর্তৃক উদ্ধৃত, *উন্নয়নের জন্য শিক্ষা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ২০ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০২।
১৯ সৈয়দ জামিল আহমেদ, হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৫।
২০ প্রাগুক্ত।
২১ স্যাভেনির, পালাকার।
২২ প্রাগুক্ত।
২৩ প্রাগুক্ত।
২৪ প্রাগুক্ত।
২৫ প্রচারপত্র, ছোটদের জন্য আমরা, প্রাচ্যনাট।
২৬ সাক্ষাৎকার: রাহুল আনন্দ, প্রাচ্যনাট।
২৭ প্রাগুক্ত।
২৮ প্রচারপত্র, ছোটদের জন্য আমরা, প্রাচ্যনাট।
২৯ www.catbd.org
৩০ প্রাগুক্ত।
৩১ প্রাগুক্ত।
৩২ সাক্ষাৎকার: প্রণব দেব, আনন্দ নিকেতন।
৩৩ www.rakhal.org
৩৪ সাক্ষাৎকার: তাপসী দত্ত, নাট্যকর্মী।
৩৫ সাক্ষাৎকার: রেহানা সামদানী, থিয়েটার সেন্টার।
৩৬ প্রাগুক্ত।
৩৭ প্রাগুক্ত।
৩৮ www.rupantar.com
৩৯ পরিচালনা নির্দেশিকা, নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা)।
৪০ সাক্ষাৎকার: শিশির দত্ত, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা)।